বাতিঘর ও অন্যান্য

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোল বছর পর তারা আবার সমুদ্রের কাছে এল। সুব্রত ও শর্মিলা। আগে এসেছিল একা-দুজনে, এখন ভর - ভরন্ত সংসার নিয়ে। গোপালপুরে আসার জন্য প্রস্তুতি চলেছিল দুমাস ধরে। পূজোর এইসময়টায় টিকিট পাওয়া যায় না। বাঙালী মন কাঙালের মন চ ায় সবকিছু। সৌন্দর্য উপভোগ, তীর্থদর্শন অথবা শুধুই বেরিয়ে পড়া। কি দেখব, কেন দেখব না ভেবেই। ভবঘুরের মতন।
তাদের দলে এবারে ছিলেন অনন্যব্রত ---সুব্রতর বাবা। দুই দিদি সুব্রতর, একজন জামাইবাবু সহ। বড়দি অনন্যা তোবিয়েই করল ন া। সুব্রত শর্মির মেয়ে তিতলি। মেজদির ছেলে তিতাস। এই হল দলের চেহারা। তার সঙ্গে বহু বাক্স প্যাঁটরা, মায় টু-ইন ওয়ান, ব্য াডমিন্টন র‍্যাকেট, চেসবোর্ড -- কি নেই. সুব্রতর এত কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু ঐ -- সকলের রিকুইজিশন তাই।
আসলে মা মারা যাবার পর সবকিছুই যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। অনন্যব্রতও উদাস হয়ে পড়তেন যখন তখন। গ্লুকোমা তাকে চিরস্থায়ী অন্ধত্ব এনে দিয়েছে--- তাও প্রায় বছর দুয়েক হল। তবু বলতেন, মানুষটাতো পাশাপাশি ছিল। এমন হঠাৎ করে সে যে ফেলে চলে যাবে---
বেরহামপুর স্টেশন এখন ব্রহ্মপুর হয়েছে। তখন সুব্রত উড়িষ্যায় থাকত। কতবার যে ভুল করে বহরমপুর বলে ফেলেছে। ওর সহকর্মীরা হাসতো। বলত --গঞ্জাম কহূ না হান্তি।
সেসময় বেরহামপুরের কি বা অবস্থা। একটা রীতিমত ছোটোখাটো স্টেশন। আর গোপালপুর তো একটা বড় গ্রাম --- যেখানে বেশীরভাগ রাস্তাই হেঁটে যেতে হত ।ট্রেকার স্ট্যান্ড থেকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত তারা হেঁটেই গিয়েছিল। একটা লোকের মাথায় ঢাউস স্যুটকেসটা চাপিয়ে দিয়ে। সমুদ্র দেখল অনেক পরে। যেন পুকুরঘাটের ধাপের মত নেমে গেছে।
লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিল ভাল হোটেল কোথায় পাওয়া যাবে যদিও তার চাকরী ছোটোখাটো - তবু ভেবেছিল দুদিন বইতো নয়। একটু আয়েস করে নেবে। আবার শর্মির তখন যা অবস্থা। তিতলি আসার সবকিছু চিহ্ন তার শরীরে -- তার সুস্থতা অসুস্থতায়, চলার না-চলার মধ্যে। সেই গোপালপুর -- সেই ছোটোখাটো লোবোস লজ্ - ত্রিনাথ দা সবাই কি আছে - একদম সেভাবেই।
লোকটা খালি হলিডে হোম, হলিডে হোম করছিল। যতবার সে বলেছিল কোনো হলিডে হোমে সে থাকতে আসে নি -- কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না লোকটা। সমুদ্রের দিকে যে পথটা নেমে গেছে সে পথে চলতে চলতে হঠাৎ করে তারা দেখল একটা ছোট্ট বাড়ী। লাল রঙের পাঁচিল, ভেতরে ফুলের গাছ। পাকা ঘর -- চারপাশে টালির চাল দিয়ে ঘেরা রারান্দা। সরকারী বাংলোগুলোর মত। এক ঝলকে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। লোকটা বলল এখানেও অনেক লোক থাকে। ভাড়াটা একটু বেশী। তাহোক, লোবোস লজেই থ াকবে বলে ঠিক করে নিল ওরা। প্রথম দিন পেছনের দিকের ঘর পাওয়া যাবে। পরদিন থেকে সামনের ঘর খালি হবে। তাই সই। চ ারদিন সেখানে থাকার জ্বলজ্বলে স্মৃতি নিয়ে সুব্রত ভাবল এবারেও একবারের জন্যও সে লোবোস লজে যাবে। খোঁজ নেবে ত্রিন াথের -- যে তাদের ঐ কটা দিন আগলে রেখেছিল পরম মমতায়, বিশেষ আদর যত্নে।

।। ২ ।।

গোপালপুর পৌঁছতে বেশ বেলা হয়ে গেল। হাওড়া থেকে পূজো স্পেশালে চড়ার যে কি হয়রানি যে না চড়েছে সে বুঝবে না। অসম্ভব ঠেলা-ঠেলি, ভিড়। কুলিদের দাপাদাপি। বচসা। সিট নিয়ে। টিকিট থাকা সত্ত্বেও লোকজন যেন পাত্তাই দিতে চায় না। তিতলি তো কেঁদে ফেলেছিল। বলল -- বাবা, চল দাদুকে নিয়ে ফিরে যাই। একেই দাদু দেখতে পায় না, তারপর এই বুড়ে বয়সে কি করে এত ঠেলাঠেলি সহ্য করবে। যাইহোক অনেক ঝামেলা - ঝক্কি পুইয়ে তাররপর এসে পৌছনো। ব্রহ্মপুরে টাটাসুমো রেডী ছিল তাদের জন্য। লোকাল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এসে হ্যালো করে গেল। আর যাই হোক সুব্রত তো আর ফেলনা নয়। পুরো উড়িষ্যাটাই কন্ট্রোল করে কলকাতার হেড অফিসে বসে। পরম সুখে নিজের পদমর্যাদার কথা সে ভাবতে লাগল।
হোটেল সী-পার্লে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তিতলি জেদ ধরল এক্ষুনি বেবে। কোনোদিন সে সমুদ্র দেখেনি। ছবিতে বা সিনেমায় সমুদ্র দেখে কি আর আশা মেটে। সে সমুদ্রে যাবে, পা ভিজিয়ে নেবে। আরও আরও কত কিছু করবে সে। সমুদ্রও তাকে ভালবাসবেই। একটু রাগ করবেনা তার ওপর।

বিভাস হোটেলটা ঠিক করেছিল। তাদের মেজ জামাই। তিনটে পাশাপাশি ঘর। মধ্যেরটায় অনন্যব্রত বড় মেয়েকে নিয়ে। দুপাশে তারা দুই দল। দুই সংসারী। সুব্রত ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছিল। অনেক ওপর থেকে। সমুদ্র যেন পায়ের তলায় লুটিয়ে আছে। তাকে কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। বলা যাচ্ছে না --- বন্ধু আবার এলাম।

শর্মি এক ধমক দিল তিতলিকে। খালি ধিঙ্গিপনা। বলছি কিছু না খেয়ে বেরোস না। একে বেলা হয়ে যাচ্ছে। যা, বাথমে যা। যা বাজে অভ্যেস করেছিস। স্নান করে কিছু খেয়ে তবে বেরবি। তা নয় এখনই যাবো যাবো শু করল। সমুদ্র দেখ না যত খুশী। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে।

এবার তিতলি এসে বাবার হাত ধরে টান দিল। বলল -- সেইযে তুমি বলেছিলে না লোবোস লজ না কোথায় তুমি যাবে। চল না, চল না, হুঁ হুঁ ---

---শর্মি তুমি বরং বাথমে ঢোকো। তোমার তো একটু বেশীই সময় লাগে। আমরা বরং সেই লোবোস লজটা -- ততক্ষণে মুখটাকে বিকৃত করে উঠল শর্মি। ন্যাকা, ওখানে দেখার কি আছে। যাচ্ছ--যা--ও-- কিন্তু কিছু খেল না মেয়েটা ।পরে বুঝবে।

---গুডডে বিস্কুট কিনে দেবে। নীচেই দেখলাম দোকান আছে। তোমার জন্যেও নাহয় আনব একটা। কি, হবে তো-----যাও যাও। আদিখ্যেতা করতে হবে না। দেরী হলে আমরা খেয়ে নেব কিন্তু ---

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুব্রত শুনল দিদি বাবাকে বলছে--- জানোতো বাবা এখানে একটা লাইট হাউস আছে। একদম কাছেই। অনন্যব্রত বললেন--- ম্যান উইদাউট লাইট-এর কাছে কোনো মুল্যই নেই ওটার, তাই নারে মণি।

।।৩ ।।

তিতু দৌড়ে জলের কাছে চলে গেল। সুব্রতর হাত ছাড়িয়ে। ঢেউয়ের শেষটুকু পায়ে লাগিয়ে নিচ্ছে। ফেনা হয়ে যাওয়া জলবিন্দু আটকে যাচ্ছে ওর পায়ে। নীচু হয়ে ঝিনুক কুড়োতে লাগল এইবার।

মাঝি-মাল্লারা কসরত করছে একটা নৌকো নিয়ে। জলে ভাসবে। মাছ ধরতে যাবে এইসব। সারারাত্রি নৌকো ভেসে যাবে সাগরে। ভোরে যখন সূর্য উঠি উঠি করবে তখন ফিরে আসবে। বড় জালে ভরা থাকবে পোলি-পোলি সব মাছ। বেলে-পমফ্রেট। অনেক মাছের নামও জানেনা সে।

মাছের কথা মনে হতেই একটা অদ্ভুত স্মৃতি ভেসে উঠল। ষোল বছর আগে তারা গোপালপুর আসার সময় ট্রেকারেকরে এসেছিল। অটোভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য ছিলল না সুব্রতর। ট্রেকারে সামনের সীটে বসেছিল সে। ড্রাইভারের সঙ্গে। পেছনের লম্বা-লম্বি সীটে শর্মি।

তিন - চারজন মহিলাও ছিল পেছনের সীটে। সঙ্গে বড় বড় মাছের হাঁড়ি। বেরহামপুর থেকে ফিরে যাচ্ছে। সুব্রতর অস্বস্তি হচ্ছিল। মাছের আঁশটে গন্ধ--- দেহাতি টাইপের চেহারা ---

বৌগুলো কি যে জিজ্ঞেস করল শর্মিকে। ওদের ভাষায়। তারপর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল এ-ওর গায়ে। আড় চোখে দেখছিল সুব্রতকে। তারপর একজন সাহস করে ইঙ্গিতে বলল ঘোমটা টেনে নিতে। শর্মি একটা ভারী খোঁপা করেছিল। একজন তো হাত বাড়িয়েই ঘোমটা টেনে ফেলে আর কি। বাধ্য হয়ে শর্মি ঘোমটা দিল। আবার কল্‌কল্‌ হাসি। এ-ওর গায়ে গড়িয়ে গড়ল। পালের গোদা গোছের যে মহিলাটি ছিল সে যেন উপদেশের সুরে বলল ---স্বামীসঙ্গে থাকলে ঘোমটা দিতে হয়। এটাই ভাল।

কি ছিল ঐ উপদেশে সে জানে না। তবে সে দেখেছিল কি অপরূপ লাগে একজন নারীকে ওই সামান্য একটু আবডালে। এই বোধহয় সনাতন ভারতবর্ষের ধর্ম, সেই ট্রাডিশনের।

তিতলি ছুটে এসে বলল --- চলনা বাবা ঐখানে। ওটা কিগো। কি হয় ওখানে।

---ওটা বাতিঘর। রাত্রে ঘুরে ঘুরে আলো ফেলে। ভারী সুন্দর লাগে তখন।

---সারারাত। তোমরা যখন এসেছিলে, তখনও ছিল

---হ্যাঁ। খুব ভালো লেগেছিল। পুরীতেও আছে একটা। তবে এত কাছে নয়।

---কি হয় আলো ফেলে

---আলোর সংকেতে জানিয়ে দেয় এখানে ডাঙা আছে। সেইমতো জাহাজ চলাচল করে।

---যদি কোনো জাহাজ এখানে আসতে চায়

---ডাঙাতে সমস্যা হতে পরে। জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

---তাও যদি আসে জোর করে

---আসলে, আসবে। বাতিঘরের কাজ জানান দেওয়া। কিছু করা বা না করার দায়িত্ব যারা সেটা করবে বা না করবে তাদের। বাতিঘর সারারাত ঘুরে ঘুরে আলো দেয়। সারারাত, সারা বছর। বছরের পর বছর। আরও অনেকদিন। তার আর কিছু দায়িত্ব

নেই।

।।৪ ।।

বেলা দুটো নাগাদ ওরা সী-উইড রেস্তোঁরাতে খেতে এল। অনন্যব্রত আসতে পারেননি --- এনার জন্য লাঞ্চ প্যাক নিয়ে যাওয়া হবে। সী-পার্লে খাবার জন্য অর্ডার আগে থেকে দিতে হত, তাই এবেলা এখানে খাবার পাওয়া যাবে না।
পাশাপাশি দুটো টেবিলে বসেছিল ওরা. একটাতে বিভাস, সুব্রত, তিতলি। অন্যটাতে অনন্যা, সুকন্যা, শর্মি ও তিতাস। বিভাসের পছন্দে এখানে আসা।
দেখেশুনে সুব্রতর বেশ বড়সড় মনে হল। সে বলল --- বিভাসদা,মনে তো হচ্ছে বেশ ভালই খসবে।
---আরো শোনো, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইস করবে না। বহু জায়গায় খেতে গিয়ে দেখেছি, মিনিমাম হ াইজিনটুকুও মেনটেন করে না এরা। আর জলের ব্যাপারে তো কথাই নেই। ওহো, ইস্ স্, আমাদেরর মিনারেল ওয়াটারের বো াতলগুলেও আনা উচিত ছিল এখানে। এই সু --- তোমার কাছে কি ---
---এনেছি একটা বটল্, তিতাসের জন্য।
---ও। বাকীগুলো
---থাক্। হোটেলে গিয়ে জল খাবো। তোমার দরকার হয় তো নাও একটা। সুকন্যা বলল।
বিভাস চোখ তুলে তাকাতেই, রেস্তোঁরার মালিক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। --- এনি প্রবলেম।
---ওয়ান মিনারেল ওয়াটার প্লিস। বিভাস বলল --- দেখেছ সুবি, ত্রক্যারিগুলো কিরকম। অ্যাকচুয়ালি ত্রাক্যারি ভালো না থাকলে খাওয়া নয়। সব বোন চায়না সেট। এইজন্যই এখানে দাম দেওয়া জাস্টিফায়েড, বুঝলে।
প্লেন রাইস, মিক্সড ভেজিটেবল্, মটরশুঁটি দিয়ে ডাল, গলদা চিংড়ি - ফুলকপি ও পমফ্রেট। এই হল খাবার মেনু। বিভাস বলল --- এতেই চলবে তো, নাকি নেব আরও কিছু। এই যে ম্যাডামরা---
তিতলি বলল ---ধুস্, প্লেন রাইস, মাগো, বাবা তুমি কিন্তু প্রমিস করেছিলে মিক্সড ফ্রায়েড রাইস্ খাওয়াবে ---উহুঁ ---হুঁ
---ছাড়তো তোর মিক্সড ফ্রায়েড রাইস। যত্তসব বাসি চিকেনের টুকরো দেওয়া। শর্মি ঝাঁঝিয়ে উঠল।
---তুমি একদম ইন্টাররাপ্ট্ করবে না তো। বাপি --ই--
---আচ্ছা দেখছি দেখছি। বাবা -আ। সুব্রত বাধ্য হয়েই বলল।
---পাপা, পাপা কি লেখা আছে ওখানে। এস্-ই-এ।
---সী। সী মানে সমুদ্র।
---আই সি সী। তাই না পাপা। আই সি সি ---আই সিসি ---শি শি ---
---কিরে, কিরে শি --- শি করবি নাকি। সুকন্যা তিতাসের প্যান্টের দিকে হাত বাড়ালে।
---ওফ্ ম্যাম। খালি গসিপ্ করছো। আই সি সী। নোট দ্যাট শি ---শি।
---লিভ্ ইট। অনন্যা বলল, খালি বক্বক্, বক্বক্।
সুকন্যা ভুঁ কুচকে তাকালো। তিতাসকে বিভাস ডাকলো --- টিটো, কাম হিয়ার।
---ডোন্ট সে টিটো। আই অ্যাম স্পাইডারম্যান। ইয়ুহু-সুঁই-ই-ডানহাত দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে স্পাইডারের ওড়ার ভঙ্গিমা দেখাতে গেল টিটো, আর তার কনুইয়ের ধাক্কায় বোল থেকে চলকে পড়ল অন্যন্যার শাড়ীতে। কটকট করে তাকাল অনন্যা। সুকন্যার থমথমে মুখ দেখে বিভাস ধমক লাগাল এবার -- টিটো, এক্ষুণি এদিকে এসো। একদম অসভ্যতামি করবে না।
বিভাসের ধমক খেয়ে চেয়ার ছেড়ে শর্মির কাপড় মাড়িয়ে টল্মল্ করে এগিয়ে গেল তিতাস। আর তখনই একঝলক দেখতে পেল রা তিঘরটা।
---হোয়াটস্ দ্যাট পাপা।
---লাইট হাউস।
---নো লাইট, নো হাউস। ফান্ করছো নাতো। দ্যাটস্ এ চিমনি, ফ্যাক্টরিতে থাকে। লাইক তোমার ফ্যাক্টরি।
---না বাবা। লাইট হাউস। রাত্রে দেখবে।
---নো, নো। নো লাইট, নো হাউস। তিতাস একটা চামচে তুলে নিয়ে ডালের বড় বোলটার গায়ে বাজাতে লাগল। নো লাইট, নো হাউস। নো লাইট, নো হাউস.......
---আরে, ভেঙে ফেলবি যে, টিটু। অনন্যা বিরত্ত হল।
---তুমি ওরকম করোনাতো, ছোট্ট ছেলে ---

সুকন্যার জবাবে অনন্যা উঠে দাঁড়ালো। তার ডাল ভাত খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সোজা হেঁটে যেতে বলল --- বাবার খাবারটা নিয়ে যাই। দেরী হয়ে যাচ্ছে।
শর্মি উদ্বেগ কণ্ঠে ডাকল --- বড়দি, বড়দি। প্লিস একটু গলদা খেয়ে যাও---
---ওরকম অনেক খেয়েছি। ভালো লাগছে না। বিরক্ত করিস না এখন।
সুকন্যা হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাকালো। টু-উ-উ-মাচ।
বিভাস মনোযোগ সহকারে একটা পমফ্রেট মাছকে কাঁটাচামচ সহযোগে বেছে ফেলার উদ্যোগ করছিল। একবার মুখ তুলে তাকালো
মিক্সড ফ্রায়েড রাইসের অর্ডার দিয়ে তিতলি বসেছিল। উদাস হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে।
ওয়েটার এসে বিজ্ঞেস করে গেল --- অউর কুছ।
---অউর কেয়া হ্যায়
---স্মোক্ড স্যামন
---দেখতা হুঁ।
আর কিছু নয়। এক্কেবারে নয়। শর্মি ঝাঁঝিয়ে উঠল।
চোখ কুঁচকে তাকালো তিতলি বলল না কিছুই।
সুব্রত প্রশয়ের ভঙ্গীতে তিতলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তিতলি ওর মাথাটা সুব্রতর কাঁধেব ওপর রেখেছিল। চোখ তেমনি ব াইরের দিকে। সমুদ্র যেখানে অসীম চঞ্চলতায় খেলা করে যাচ্ছে। কে তাকে দেখল, না দেখল, তাতেতার কিচ্ছু যায় আসে না। সে খেলতেই থাকে, খেলতেই থাকে।
শর্মি সুব্রতর দিকে তাকালো একবার। সেও কেমন নির্লিপ্ত। তিতলির মাথা কাঁধে নিয়ে। দায়িত্ববোধে, পরম মমতায়
শর্মি মনে করতে পারলো না সুব্রত কোনোদিন ওর কাঁধে এমনভাবে মাথা রাখার সুযোগ দিয়েছে কিনা।

।।৫ ।।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে সবাই একুট শুয়েছিল। গতরাতে ঘুম হয়নি কারোর। তারপর এখানে এসে পৌছনোর পর থেকে খাওয় া-দাওয়ার বিপুল আয়োজন। ভরপেট খেয়ে চোখ জড়িয়ে এসেছিল।
ঘুম থেকে উঠেই শর্মি চক্ষু চড়কগাছ। দরজাটা হাট করে খোলা। সুব্রত ঘুমোচ্ছে অঘোরে। যথারীতি তিতলি নেই। পাশের দুটো দরজাই বন্ধ। তিতাস অনেক ছোটো। তাকে নিয়ে যে তিতলি বেরোয়নি, একটা নিশ্চিত।
ব্যাককনিতে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল শর্মি। তিতলি সমুদ্র ছুঁয়েছে। ওর হাঁটু অবধি জল চলে আসছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ওর খোলামেলা চুল। মুখ - চোখ টকটকে লাল। ঘেমে নেয়ে একসা। আর ওদিকে, ওদিকে---
আরো সেই ডেঁপো ছোকরাটা। ও ছবি তুলছে।
এখানে এসেই দেখেছিল ছেলেটাকে। একই ফ্লোরে ঘর নিয়েছে দু-তিনটে ছেলে। বারমুডা পরে অসভ্যের মত ঘুরঘুর করছিল। বে াধহয় কলেজের ফাস্টইয়ার। ওদের দেখে দুবার শিস্ দিয়ে উঠল। একজন বলল --- এফ-সিক্সটিন মাইরি। আমেরিকান বেস্ট ফাইট ার। জঘন্য। সেই দলটার সঙ্গেই নাকি তিতলি। এতবার পইপই করে বোঝানো সত্ত্বেও।
দুদ্দাড় করে নেমে গেল শর্মি। তিতলি ওকে দেখতে পায়নি। শর্মির বুকটা ধড়ফড় করছিল। মাথায়যে আগুন জ্বলছিল তার।
কাছাকাছি যেতেই সেই ডেঁপো ছোকরাটা বলল -- ম্যাডাম, ম্যাডাম সরি। একটু সাইডে আসুন না।
ঠাস করে গালে এক চড় কষিয়ে দিল তিতলির। টানতে টানতে ওকে নিয়ে চলল কোনো কথা না বলেই। তিতলি ঘাড় বেঁকিয়ে অ াড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রথমে। এখন বালির ওপর দিয়ে জুতো ঘষটাতে ঘষটাতে চলল। ভিজে ঢোল হয়ে গেছে নতুন চামড়ার জুতে া।
অন্য একটা ছেলে চিৎকার করে বলল -- ম্যাডাম, মাদমোয়াজেলকে একটু ছেড়ে দিন। এখানে জেলিফিস আছে। দেখার।
রাগে গরগর করতে করতে শর্মি ওপরে উঠে আসছিল। এতদুর স্পর্ধা হতে পারে ছেলেগুলোর। আর তিতলিকেই বাকি বলবে। ক ান টেনে ছিঁড়ে দিলেও ওর কোনো লজ্জাবোধ হবে না। আবার সেই একই ভুল করবে।
তিতলিটা বরাবরই ওইরকম। পনেরো পেরিয়ে গেল কিন্তু যে কোন হুশপবব নেই। শর্মিলা ছোটোবেলায় ওরকম চিল না। তারা তিন বোন। মা সবসময় আগলে আগলে রাখতেন। বাবা ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কোথাও গিয়েছে বলে মনে পড়ে না। আর এই মেয়ে জন্ম থেকেই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এমনিতে সে দেখতে খুবই ভালো। দাদুতো বলতেন ও আমার গলার মালা। এসো তো মা একটু মালাটা পরি --- তখন কি ভালই না লাগতো তার। এক অপূর্ব সুখবোধ একটু একটু করে মৌতাত এসে যে তার। তার আত্মজ - সুখ।

সেই মেয়ে কনভেন্টে ভর্তি হল। কলকাতায়। একের পর এক বন্ধু জুটতে লাগল। ফোনের পর ফোন। বাবাকে আব্দার করল মোবাইল কিনে দিতে হবে। বাপতো একপায়ে খাড়া। অনেক করে সে যাত্রা নিরস্ত করা গেল। কিন্তু খাওয়া - দাওয়া। সে তো ছাড়ার পাত্রী নয়। আজ মোগলাই তো কাল বিরিয়ানী। চিকেন রেজা। তন্দুরি চিকেন। আর সপ্তাহান্তিক মন্‌জিনিস্। কিসব যে ছাই-পাঁশ গেলে। ক্যাডবেরী খেয়ে দাঁতে ক্যাভিটি। জল খেতে কষ্ট। সেদিন তো বিয়েবাড়িতে আইসক্রীম খেতেই পারল না। দুঃখে শর্মিও আইসক্রীমটা পাতে রেখে এল। অত সাধের আইসক্রীম। বাটারস্কচ। রোজ বলে রাতে দাঁত মাজতে --- তো সে আর মাজে। খাওয়া শেষ হতে না হতেই ঢুলে পড়ে। এসব ব্যাপারেবাপ কিছুই বলে না। জানে না তো বিয়ে দিতে গেলে ওই ফোক্‌লা মেয়েকে নিয়ে কি বিপদেই পড়তে হবে। আর দাঁত না তুলিয়ে উপায় আছে ওর। এখনই যা অবস্থা---
সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই নজরে এল অনন্যব্রতর দরজা খোলা। এক ভদ্রলোক পিঠ ফিরিয়ে কথা বলছিলেন অনন্যব্রতর সঙ্গে। ওদের আওয়াজে ঘাড় ঘোরালেন।
---কি চিনতে পারো, সুজন সেন, তোমার সুজন দা---
---ও বৌমা, তোমার মাসতুতো দাদা না কি যেন বলছিলেন। নিশ্চয়ই চিনতে পারো, অনেকদিন এদেশে ছিলেননা বলছিলেন। এখানে এসেছেন একটু চেঞ্জ করতে।
---তোমাদের সকালেই দেখলাম। চেনা চেনা লাগল, কিন্তু সাহস হল না। এখন দেখি ঠিকই---
শর্মি কোনোভাবে অনন্যব্রতকে জিজ্ঞেস করল -- বড়দি নেই ---চা খেতে গেল বোধহয়। বনি ডাকল যে।
---ও।
---কি খবর, সুজন জিজ্ঞেস করল কৌতূহলী চোখে। এটি নিশ্চয়ই মেয়ে। বেশ দেখতে।
---ভাল। কোনোমতে ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যমনস্ক হল শর্মি। তার বুকের ভেতরের গুম্‌গুম্ শব্দগুলো আরও জোরে বাজছিল। সমুদ্র এগিয়ে আসছে নির্লজ্জের মতো।
---ওকে চলি এখন। তোমরাও নিশ্চয়ই বেবে। টা-টা।
হাত নেড়ে বিদায় নিল সুজন। তিতলি চাইল মায়ের দিকে। একরাশ বিস্ময় নিয়ে।
শর্মি বলল --- হাঁ করে দেখছিস কি। যা-তা একেবারে।

।। ৬ ।।

শর্মির মুখটা থম্‌থম্ করছিল। খুব ধাঁতানি দিয়েছে তিতলিকে। বিকেলটা একদমই ভালো কাটেনি তাদের। কোনোরকমে খাওয়া শেষ করেছে। সবাই। তারপর যে যার ঘরে চলে গেছে। নিঃঝুম হয়ে আসতে রাত। শুধু বাতিঘর আলোদিয়ে যাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছড়াচ্ছে সে আলো। কতদূর সেও জানে না। যারা দেখছে, দায়িত্ব যেন তাদের। সমুদ্রের হাওয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। গুম গুম শব্দ হচ্ছে ঢেউয়ের। সমুদ্র এগিয়ে আসার স্পর্ধা দেখাচ্ছে এই গভীর রাত্রে।
তিতলির ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল শর্মি। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু বড়সড়ই লাগে ওকে। পনেরো প্লাস। একটু যেন বেশীমাত্রায় চঞ্চল। তবু কেমন যেন মাথাটা ঠিক রাখতে পারে না শর্মি আজকাল। কেন কে জানে। সেও কি ঠিকঠাক ছিল এমন বয়সে। এই ষোলো ছুঁই ছুঁইতে। মায়ের এতো আগল দেওয়া সত্ত্বেও।
সুজনদা তাদের পাড়ার ছেলে। তখন ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ভর্তি হয়েছিল সদ্য। জয়েন্ট এন্ট্রাস পাশ করে, যাদবপুরে। খুব খাতির ছিল পাড়ায়।
মেজদিকে মাঝে মাঝে অঙ্ক দেখিয়ে দিত সুজন দা। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস ছিল মেজদি। আর সে---ক্লাশ টেনে ওঠা এক ধিঙ্গি মেয়ে। যেমনটি সে এখন বলে তিতলিকে।
একদিন মেজদি ছিলনা বাড়ীতে। বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে এক বছর হল। বাচচা হবে। বাবা-মা তাই দেখাশোনা করতে গিয়েছিল। সুজনদা এল।
জিজ্ঞেস করল ---দিদি নেই
--- দিদি একটু বেরিয়েছে। এক্ষুনি আসবে। আপনি বসুন না।
--- না থাক্।
--- কেন থাকবে। বসুন, চা করে দিই।
--- তুমি চা বানাতে পারো। সত্যি সত্যি।
--- দেখুন-ই না একবার।
চা-ডিমভাজা নিয়ে এল শর্মি। খেয়েদেয়ে সুজনদা বলল --- চল ছাদে যাই। বড্ড গরম।

ছাদে গিয়ে সুজনদা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া উড়িয়ে দিল হাওয়ায়।

--- আপনি রিং ছাড়তে জানেন

--- হুঁ।

--- আমাকে শিখিয়ে দেবেন

--- তুমি সিগারেট খাবে, রিং ছাড়বে

--- কেন নয়, দিননা বাবা একটুখানি। দৌড়ে এসে শর্মি কনুই ধরে টান দিল।

শর্মির ভিজে গায়ের গন্ধঅবশ করছিল সুজনকে। তবু সুজন বলেছিল, সত্যিই খাবে।

সিগারেটে লম্বা টান দিতে বিষম্ কাশি। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কাশিটা দম্‌কা ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল বুকের খাঁচায়। প্রাণ যাবার যোগাড়। অপ্রস্তুত সুজন পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে। গরম হাতের স্পর্শে লজ্জায় মরে লে শর্মি। ছিঃ ছিঃ। তবু তার মনে হল কাশিটা আরও কিছুক্ষণ ধরে চলুক। পাওনা আরও কিছু হোক তার। যেটা কোনক্রমেই প্রাপ্য ছিল না কোনোদিন। এ শুধু ক্ষণিকের ভাল লাগা নয়, কোনো এক ঝিাসে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া। বুক উথাল পাথাল করা ভালোবাসা। এটুকুর জন্যই তো বেঁচে থাকা। ফিরে ফিরে আসা এই পৃথিবীতে।

এরপর থেকেই দিন কাটতো না শর্মির। খখন কি ভাবে সুজনদাকে দেখবে সে চিন্তাতেই থাকতো মশগুল। পড়াশোনার ফল খারাপ হতে লাগলো তার।

মাকে বলেছিলো সুজনদা যদি একটু অঙ্ক-টঙ্ক দেখিয়ে দেন। সুজনদা তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল-- ওই পারবে। সেরকম অসুবিধে হলে মেজদিতো আছেই। তার সময় হবে না একদম।

দুঃখে, কান্নায় তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ছেলেরা বোধহয় এইরকম।

মা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। শুধু বলেছিলেন ---ভাল -খারাপ সবকিছুর দায়িত্ব তোমার। আমরা শুধু বলে দেব কোনখানে বিপদ আছে। সে বিপদকে এড়িয়ে চলবে নাকি জীবনে তাকে বরণ করে নেবে সে সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। জীবনটা তোমার। একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতে যে দুঃখ-কষ্ট , যন্ত্রণা, আনন্দ-বিষাদ, সবই একান্ত - নিজস্ব।

বাতিঘরের আলোটা আবার একবার ঘুরে এল বিছানার ওপর দিয়ে। তিতলির মুখটা আবছা দেখতে পেল শর্মি। ব্যথায় বিধুর হয়ে আছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ষোল বছব আগের ঘটনাটা আবার মনে পড়ে গেল তার, সুব্রত সেদিন ওর কাছে ভীষণভাবে আসতে চেয়েছিল। শর্মি বাধা দিয়েছিল। বলেছিল -- চুপ, চুপ ও ঘুমুচ্ছে। একদম ডিসটার্ব করো না। আত্মজকে ঘিরে তার যে ভালোবাসা, ঐকান্তিক স্বপ্ন, মনোনিবেশ -- তাকি তার দেহের অভ্যন্তরেই বাসা বেঁধেছিল সেইদিন। সেই ভালোবাসা কি এক মস্ত ফাঁকি নয়. যদি তাই না হয়, তবে যে তার একান্ত হৃদ্‌স্পন্দনের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, তার সঙ্গে এই লুকোচুরি খেলা, তার প্রতি সংশয়, বিদ্বেষ --- আবার তার ভালোবাসায় অংশীদারী হবার বাসনা কেন জন্ম নেয়।

এসবের মধ্যে কি এক বিকৃত মানসিকতার ছবি ফুটে ওঠেনা। তিতলি কি সেই ছবি চেনে, তার মায়ের, সে কিপারে না ঐ বাতিঘরের মত আলো দিয়ে যেতে, এক নিরন্তর ভালোবাসায়। তিতলিকে। সুব্রতকে। কোনো অভীপ্সায় না থেকে।

তিতলিকে সে নীচু হয়ে চুমু খেল। গভীর মমতায় হাত রাখলো তার মাথায়।

সুব্রত ঘুমিয়ে পড়েছিল। গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখা নমস্কারের ভঙ্গীতে। মুখটা খোলা। অসহায়তা সুস্পষ্ট তার নিদ্রা ভঙ্গিমায়।

শর্মি অনেকক্ষণ ভাবল। গোপালপুরে ষোল বছর আগের সুব্রতর না-পাওয়া চাওয়াটাকে সে ফিরিয়ে দিতে চাইল হঠাৎ করেই।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে সে দাঁড়াল। রাত পোষাকে উষ্ণ হয়ে উঠতে চাইছিল মন। ক্রিমের টিউবটা সে হাতে তুলে নিল।

সুব্রতকে ডাকল, অ্যাই ---

গাঢ় ঘুমের মধ্যে একবার চাইল সুব্রত।

শর্মির হাত সুব্রতর ঘন বুকের জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছিল। বাতিঘরের আলোটা ঘুরে যাচ্ছিল তেমনই।

এত বছর আগে ফেলে আসা ভালোবাসা তিতলির জন্য বইয়ে দিতে চাইল সে। এক অন্যতর খাতে। নতুনভাবে। তিতলির কি কোনো সুজনদা আছে.

গাঢ় ঘুমের মধ্যে একবার চাইল সুব্রত।

বাতিঘরের দায়িত্ব আলো জ্বালানো। কে, কিভাবে তাকে ব্যবহার করবে সে দেখার চিন্তা তার নেই।

শর্মি ভাবল এই অন্ধকারে সেও এক বাতিঘর হয়ে গেছে। তিতলির ভালোলাগার জন্য সে আলো জ্বালাবে। আর কোন দায়িত্ব তার নেই।